দৈনিক
ইত্তেফাক

21 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ৩

স্কুলে স্কুলে অননুমোদিত নিম্নমানের 'সহায়ক' বই

বইপ্রতি কমিশন নির্ধারণ কমিটি ও স্কুল প্রধান

■ নিজামুল হক

'অনুমোদনহীন সহায়ক বই পড়ানো যাবে না, পাঠ্যসূচিতে রাখলে শাস্তি' সরকারের এ কঠোর নির্দেশ এখন কাগজেই সীমাবদ্ধ। এখন প্রকাশ্যেই দেশের স্কুলে স্কুলে চলছে অননুমোদিত সহায়ক বই বাণিজ্য। বাংলা ব্যাকরণ ও ইংলিশ গ্রামারের বই কিনতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হচ্ছে। সহায়ক বইয়ের পেছনে অভিভাবকদের খরচ হচ্ছে ৬৫০ থেকে দেড় হাজার টাকা। প্রকাশকদের সঙ্গে লাখ লাখ টাকা লেনদেনের বিনিময়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ এসব বই পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে চাপিয়ে দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে।

অবশ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা ইত্তেফাককে বলেন, এনসিটিবির অনুমোদনের বাইরে কোনো বই পাঠ্য করা যাবে না। এ সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে।

এনসিটিবি জানিয়েছে, সরকার ২০১০ সাল থেকে বিনামূল্যের বই বিতরণ করছে। এ সময় বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার বই বিনামূল্যে না দিলেও সরকারিভাবে অনুমোদন দেয়া হয় ২৩ সহায়ক বইয়ের। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

স্কুলে স্কুলে অননুমোদিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসব বইয়ের নির্ধারিত মূল্যসহ তালিকা জেলা-উপজেলা শিক্ষা অফিস এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তবে ২০১৩ সাল থেকে সরকার বাংলা ব্যাকরণ ও ইংলিশ গ্রামার বইও বিনামূল্যে বিতরণ করে।

এনসিটিবির সম্পাদক (মাধ্যমিক) নূর মোহাম্মদ বলেন, এনসিটিবি প্রতিটি শ্রেণির জন্য একটি বাংলা ব্যাকরণ ও একটি ইংলিশ গ্রামার বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছে। এই বইয়ের বাইরে যে কোনো ব্যাকরণ ও গ্রামার বই স্কুলের জন্য অননুমোদিত। এগুলো পাঠ্য করা যাবে না। তিনি আরো জানান, শিক্ষার্থীদের বয়স বিবেচনায় ব্যাকরণ বই তৈরি করা হয়েছে।

আমিরুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক বলেন, সরকার প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যের বই বিতরণ করছে। এ কাজে সরকারের প্রায় এক হাজার কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। এ কারণে অভিভাবকদের বই ক্রয়ের চাপ কমার কথা। কিন্তু স্কুলগুলো এভাবে অনুমোদনহীন বাড়তি বই দিয়ে তালিকা তৈরি করার ফলে বিনামূল্যে বই বিতরণের সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাংলাবাজার, নীলক্ষেতসহ ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার বইয়ের বাজারে এনসিটিবির অনুমোদনের বাইরে প্রায় পাঁচশ' বই বাজারে ছাড়া হয়েছে। সরকারি স্কুল ছাড়া রাজধানীসহ দেশের প্রায় প্রতিটি স্কুলেই এসব বই পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। আগে বইয়ের একটি তালিকা সব শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হতো। এই তালিকা শিক্ষা কর্মকর্তাদের হাতে গেলে তারা স্কুল কর্তৃপক্ষকে জিম্মি করে টাকা আদায় করত। এখন কৌশল বদলেছে। শিক্ষকরা মৌখিকভাবে জানিয়ে দেয় কোনো প্রকাশনীর গ্রামার বই কিনতে হবে। আর শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে কাগজে তা লিখে নেয়। শ্রেণিকক্ষে এই অননুমোদিত বইয়ের আলোকেই পড়ানো হয়। রাজধানীর একটি বেসরকারি স্কুলের আলম ইহসান নামে সপ্তম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী জানায়, দুটি গ্রামার বই কেনার জন্য তাদের বলা হয়েছে।

কেন অনুমোদনহীন বই পাঠ্য করা হচ্ছে এমন প্রশ্নের জবাবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রধান শিক্ষক জানান, এনসিটিবির বই ততটা মান উপযোগী নয়। গ্রামার জানতে হলে একটি বইয়ের মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়। এ কারণে আমরা অন্য বইয়ের সহায়তা নেই।

কমিশনের বিনিময়ে স্কুলে ঢুকছে অননুমোদিত বই : শিক্ষার্থীর সংখ্যা হিসাবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে কমিশন দেয় প্রকাশকরা। রাজধানীর দনিয়ায় অবস্থিত একটি স্কুলের এক শিক্ষক জানান, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়া সেকশন প্রতি ৫০ হাজার টাকা হিসাবে ২০টি সেকশন থেকে ১০ লাখ টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষকে দিয়ে ১০টি অননুমোদিত বই পাঠ্য করার প্রক্রিয়া চলছে। প্রতিষ্ঠান প্রধানের সঙ্গে প্রকাশনীর একটি অলিখিত চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী ওই প্রকাশনীর বই ক্রয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হয়। একই সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী স্কুল কর্তৃপক্ষকে টাকা পরিশোধ করা হয়।

মফস্বল এলাকায় একটি স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা কম হওয়ায় সেখানে সিন্ডিকেট কাজ করে। শিক্ষক সমিতি এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক, স্কুল কমিটিকে নিয়ে এই সিন্ডিকেট হয় বলে একটি সূত্র জানায়। একটি উপজেলায় ৩/৪টি প্রকাশনীর সহায়ক বই পড়ানো হয়। শিক্ষার্থী প্রতি ৫০ থেকে ১শ' টাকা পর্যন্ত কমিশন দেয়া হয় এই সিন্ডিকেটের সদস্যদের। ঝলক, মৌসুমী, অ্যাটম, আদিল ব্রাদার্স, পুঁথিনিলয়, অনুপম, জুপিটার, পাঞ্জেরী, নবদূত, লেকচার প্রভৃতি প্রকাশনা সংস্থার অননুমোদিত বই রয়েছে এসব তালিকায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলা গ্রামার বইয়ের প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত একজন এই প্রতিবেদককে জানান, বই প্রতি স্কুল প্রধান, কমিটিসহ সংশ্লিষ্টদের একটি বড় অংশ দিতে হয়। এ কারণে বইয়ের মূল্য বেশি। বইয়ের মূল্য বেশি না হলে বিক্রি করে লাভ হবে না। তিনি আরো জানান, একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট এই গ্রামার বইয়ের পেছনে কাজ করে। এ কারণে স্কুলগুলোর পাঠ্যসূচিতে বই অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন বলেন, একটি প্রকাশনীর গ্রামার বই স্কুলে পাঠ্য করা হচ্ছে এমন প্রমাণ পাওয়ার পর স্কুল কর্তৃপক্ষকে যথাযথ নির্দেশনা দিয়েছি। থানায় অবহিত করা হয়েছে। ব্যবস্থা নিতে বলেছি। এনসিটিবির অনুমোদনের বাইরে বই পাঠ্য করা হচ্ছে এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ পেলে অবশ্যই এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।